গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা ভূমি অফিস
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।
www.acl.dharmapasha.sunamganj.gov.bd

স্মারক নং- ৩১.৪৬.৯০৩২.০০১.০১.০৩০.২৬-৯১৭ তারিখ: ২০ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি নং- ০৪/২০২৬

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (রাজস্ব শাখা), সুনামগঞ্জ এর ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রি. তারিখের ১৩৭৭ নং স্মারকের নির্দেশে মধ্যনগর উপজেলাধীন ০৬ নম্বর সায়রাত মহাল রেজিস্টার ভূক্ত ২০ একরের উর্ধ্বে জলমহাল "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর ১৬ নং ধারা মোতাবেক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের অবশিষ্ট সময়ের (৩০ চৈত্র ১৪৩৩ বাংলা) জন্য নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখিত জলমহাল খাস কালেকশনের আবেদনের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ব্যক্তির নিকট হতে নির্ধারিত সময়সূচি ও নিয়মাবলী/শর্তাবলী অনুসরণপূর্বক আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

ছক-"ক"

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	জলমহালের তফসিল	মৌজা ও জেএল নং	আয়তন (একরে)	সরকারি ইজারামূল্য	মন্তব্য
০১	"বোয়ালিয়া প্রকাশিত মুকশেদপুর দিঘর (বদ্ধ)"	০৬ নম্বর রেজিষ্টার মোতাবেক	মুকশেদপুর/৫৬	২২৯.০২ একর	৫৫,৭৯,৯৭২/-	

উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত খাস কালেকশনযোগ্য জলমহালে তফসিল, আয়তন, জলমহালের বাস্তব অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়ে খাস কালেকশনে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। ইজারা প্রাপ্তির পর জলমহালের নিকটবর্তী/পার্শবর্তী দাগের জলাভূমি সংযুক্তি ও খাস প্রাপ্তি, তফসিল হ্রাস-বৃদ্ধি, ভরাট হওয়ার কারণে ইজারামূল্য কমানো অথবা মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে কোন ধরণের দাবী/ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

দরপত্রের সময়সূচি:

আবেদন দাখিলের তারিখ, সময় ও স্থান	টেন্ডার বক্স খোলার তারিখ, সময় ও স্থান
(২৭ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রি. সকাল ১১.০০ টা হইতে দুপুর ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত) (উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মধ্যগনর এ রক্ষিত দরপত্র বক্সে) স্থান: উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ।	(২৭ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রি. বিকাল ০৩.৩০ ঘটিকা) স্থান: উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ।

২০ একরের উর্ধ্বে জলমহাল ১৪৩৩ বাংলা সনের অবশিষ্ট সময়ের (৩০ চৈত্র ১৪৩৩ বাংলা পর্যন্ত) জন্য খাস কালেকশনে ইজারাযোগ্য জলমহালের নাম, তফসিল (মৌজার নাম, জেএল নং- জমির পরিমাণ, আয়তন) ও প্রস্তাবিত ইজারামূল্য।

নিয়মাবলী:-

১। আবেদন ফরম/সিডিউল প্রাপ্তির স্থান:- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মধ্যগনর, সুনামগঞ্জ।

০২। আবেদন ফরমে ১৪৩৩ বাংলা সনের অবশিষ্ট সময়, আবেনদকারীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা, জলমহালের নাম ও খাস কালেকশনের মূল্য স্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে রক্ষিত টেন্ডার বক্সে সীলগালা খামে আবেদন দাখিল করতে হবে।

০৩। খামের উপরে কোন জলমহালের বিপরীতে আবেদন করা হয়েছে সে জলমহালের নাম স্পষ্ট করে লিখে জমা দিতে হবে।

০৪। আবেদনের সাথে জামানত বাবদ সহকারী কমিশনার (ভূমি), ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ বরাবরে আবেদনে উল্লেখিত মূল্যের জামানত হিসেবে ৫০% টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার দাখিল করতে হবে।

০৫। সরকারী জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ব্যক্তি সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে ইজারামূল্যের অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট ও ১০% উৎস্য কর প্রদান করবেন।

০৬। আবেদনে কোন প্রকার কাটাকাটি/ঘষামাজা অথবা অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

০৭। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোন প্রকার অজুহাতে কোনো আবেদন গ্রহণ করা যাবে না।

২০/১০/২০২৬

(জনি রায়)
সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অ:দা:)
ও
আহ্বায়ক
উপজেলা জলমহাল খাস কালেকশন কমিটি
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।

স্মারক নং- ৩১.৪৬.৯০৩২.০০১.০১.০৩০.২৬- ৯২৭

তারিখ: ২০ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:-

১। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সুনামগঞ্জ।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ধর্মপাশা/মধ্যগনর, সুনামগঞ্জ।
৪। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, সুনামগঞ্জ।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে:-

৫। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধর্মপাশা/মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ।
৬। অফিসার ইনচার্জ, ধর্মপাশা/ মধ্যনগর থানা। (তাকে টেন্ডার বক্স খোলার তারিখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ফোর্স উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ এ মোতায়নের জন্য অনুরোধসহ
৭। চেয়ারম্যান, মধ্যগনর/চামরদানী/বংশীকুন্ডা (উ:)/বংশীকুন্ডা (দ:), ইউনিয়ন পরিষদ, মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ। (বিজ্ঞপ্তিটি স্থানীয় হাটবাজারে বহুল প্রচারের অনুরোধসহ)
৮। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ।
৯। ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহাকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, মধ্যনগর, বংশীকুন্ডা (উ:), ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ। (বিজ্ঞপ্তিটি স্থানীয় হাটবাজারে বহুল প্রচারের অনুরোধসহ)
১০। কানুনগো/ সার্ভেয়ার, উপজেলা ভূমি অফিস, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।
১১। অফিস কপি/ মাষ্টার কপি।

২০/১০/২০২৬

সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অ:দা:)
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।

শর্তাবলী:-

১। "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯" এর ১৬ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক সকল শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে খাস কালেকশন বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।
৩। কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
৪। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে খাস কালেকশন কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৫। লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি/ব্যক্তি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাব-লীজ অথভা অন্য ব্যক্তি/গোষ্টীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে তাহলে কর্তৃপক্ষ লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন।
৬। খাস কালেকশনে লীজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/ব্যক্তি স্ব-উদ্যোগে ইজারামূল্য পরিশোধ করে দখল গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না কিংবা কোন কর্তৃপক্ষ কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না।
৭। বছরের যে কোন সময়ে ইজারা গ্রহণ করা হোক না কেন উক্ত ইজারার মেয়াদ৩০ চৈত্র ১৪৩৩ বাংলা সন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ৩০ চৈত্র ১৪৩৩ এর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা বাতিল হবে এবং জলমহালের দখল ও ব্যবস্থাপনা সরকারের উপর বর্তাবে।
৮। বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত তপসিল বর্হিভূত কোন অংশ বা অন্য কোন দাগের জলাশয়ে প্রবেশ করা যাবে না অথবা পার্শবর্তী জলমহালের মৎস্য আহরণে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।
৯। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরণের কোন অংশগ্রগ্রহণ গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরির্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে খাস কালেকশন বাতিল করা হবে।
১০। কোন অবস্থাতেই জলমহাল শুকিয়ে মৎস্য আহরণ করা যাবে না এবং জলমহাল সংক্রান্ত বিধিসমূহ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
১১। মামলা জনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনগত কারণে জলমহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না অথভা জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, মাছের মড়ক ইত্যাদি কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে জলমহাল ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না।
১২। জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী/বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সালের মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইনের কোন বিধান লঙ্গিত হয়।
১৩। যে সকল জলমহালের উপর উর্ধ্বতন কর্তপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের উপর বর্ণিত আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া পরবর্তীতে কোন জলমহালের উপর অনুরূপ আদেশ হলেও সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।
১৪। অনুমোদিত ইজারা গ্রহীতা সরকার বা কালেক্টর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবেন না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ/নিষেধাজ্ঞা ইজারা গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন।
১৫। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ভূমি ব্যবস্থানা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারি আদেশ যে গুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয় নি, সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ ছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধি বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।
১৬। জলমহাল ইজারা গ্রহণ করার পর কোন সংগঠন/সমিতি/ব্যক্তি জলমহাল ভরাট, আয়তনে হ্রাস-বৃদ্ধি বা অন্য কোন অজুহাত উপস্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

20/10/2026

(জনি রায়)
সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অ:দা:)
ও
আহ্বায়ক
উপজেলা জলমহাল খাস কালেকশন কমিটি
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।